যুগান্তর

তারিখ ... 24 MAY 2017

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হল থেকে উদ্ধার উত্তরপত্রের মূল পরীক্ষক ড. আবুল কালাম ও তার সহযোগী মাসুদুল হাসানকে সোমবার রাতে জিজ্ঞাসাবাদ করে বোর্ড কর্তৃপক্ষ। ইনসেটে উদ্ধার খাতা যুগান্তর

রাবির হলে এইচএসসির উত্তরপত্র

শুরু হয়েছিল মূল্যায়ন সেই শিক্ষক ওএসডি

রাবি প্রতিনিধি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) মন্নুজান হল থেকে উদ্ধার করা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার উত্তরপত্রগুলো মূল্যায়ন শুরু হয়েছিল। নম্বর দেয়া হয়েছিল বেশ কয়েকটি খাতায়। সোমবার উদ্ধার না হলে বা বিষয়টি অগোচরে থাকলে অবশিষ্ট খাতাগুলোও সেভাবেই মূল্যায়িত হতো। বোর্ডসূত্র যুগান্তরকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। যদিও আগেরদিন বোর্ডের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, উত্তরপত্রগুলো মূল্যায়ন করা হয়নি।

অন্যকে দিয়ে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করানো সেই শিক্ষক ড. মো. আবুল কালামকে মঙ্গলবার ওএসডি (বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা) করা হয়েছে। পাশাপাশি তাকে কর্মস্থল রাজশাহী নিউ ডিগ্রি গভর্নমেন্ট কলেজ থেকে স্ট্যান্ড রিলিজ করা হয়েছে। এ ছাড়া রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড উত্তরপত্র উদ্ধারের ঘটনায় তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। সোমবার বিকালে রাবির মন্নুজান হল থেকে চলতি বছরের এইচএসসি ইসলামের ইতিহাস কোর্সের (২৬৮) দ্বিতীয় পত্রের ১০০ উত্তরপত্র উদ্ধার করে বোর্ড কর্তৃপক্ষ। বোর্ডের সরবরাহ করা কাপড়ের ব্যাগে থাকা উত্তরপত্রগুলো হলের দ্বিতীয় তলার বারান্দায় পড়ে ছিল। ওই বিষয়ের পরীক্ষা নেয়া হয়েছিল ২ মে।

তদন্ত কমিটি গঠন 'অসুস্থ' তাই অন্যকে দিয়ে খাতা দেখানো!

পরীক্ষক ওএসডি : রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের প্রধান পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক তরুণ কুমার সরকার যুগান্তরকে জানান, মঙ্গলবার বিকালে রাষ্ট্রপতির পক্ষে সিনিয়র সচিব আবু কায়সার খান এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করেন। এতে সহকারী অধ্যাপক ড. আবুল কালামকে ওএসডি করে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর, ঢাকায় ন্যস্ত করা হয়েছে।

তদন্ত কমিটি : কমিটির প্রধান করা হয়েছে রাজশাহী কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মহা. হবিবুর রহমানকে। সদস্যরা হলেন : রাজশাহী সরকারি সিটি কলেজের অধ্যাপক ড. মফিজউদ্দিন মোল্লা ও শিক্ষা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক অধ্যাপক মো. আকবর হোসেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ। মঙ্গলবার দুপুরে তিনি যুগান্তরকে বলেন, 'কীভাবে উত্তরপত্রগুলো রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলে গেল, কারা দায়ী তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। ৭ দিনের মধ্যে কমিটি সুপারিশসহ প্রতিবেদন দেবে। পরে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে।'

অসুস্থতার কারণে অন্যকে দিয়ে মূল্যায়ন : শারীরিক অসুস্থতার কারণে উত্তরপত্র মূল্যায়নের দায়িত্ব 'আস্থাভাজন' জুনিয়র শিক্ষককে দেন বলে দাবি করেছেন অভিযুক্ত পরীক্ষক ড. আবুল কালাম। সোমবার রাতে জিজ্ঞাসাবাদে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক তরুণ কুমার সরকারের কাছে চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র জমা দিয়ে এ দাবি করেন তিনি। এর আগে রাত সাড়ে ৯টার দিকে ড. আবুল কালামকে নগরীর রামচন্দ্রপুরের নিজ বাড়ি থেকে তুলে আনেন বোর্ড কর্মকর্তারা। ওই সময় ড. আবুল কালামের কাছে থাকা আরও ২০০ কপি উত্তরপত্র নিয়ে আসা হয়। যা বোর্ডে সিলগালা করে রাখা হয়েছে। পরে তার মাধ্যমে সেখানে হাজির করা হয় ঘটনায় জড়িত নগরীর শাহ মখদুম কলেজের প্রভাষক মাসুদুল হাসানকে। মাসুদুল মূল্যায়নের জন্য আবুল কালামের কাছ থেকে উত্তরপত্র পাওয়ার সত্যতা স্বীকার করলেও কীভাবে তা রাবির ছাত্রী হলে গেল, সে ব্যাপারে মুখ খোলেননি। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক তরুণ কুমার সরকার জানান, 'প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি সদুত্তর দিতে পারেননি। যে ধরনের অসুস্থতার কথা তিনি বলেছেন, তা মানুষের হতে পারে। তিনি অসুস্থতার কারণে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করতে না পারলে তা বোর্ড কর্তৃপক্ষকে জানাতে পারতেন।

যেভাবে উত্তরপত্র রাবি ছাত্রীর কাছে : নগরীর শাহ মখদুম কলেজের প্রভাষক মাসুদুল হাসান এমপি থ্রি কোচিং ও প্রকাশনীর রাজশাহী শাখার পরিচালক। যুগান্তরের প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, ড. আবুল কালামের কাছ থেকে খাতা পেয়ে মাসুদুল তার কোচিং সেন্টারের স্টাফ রাবির বাংলা বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের এক শিক্ষার্থীকে দেন। পরে ওই শিক্ষার্থী এর একটি অংশ মূল্যায়নের জন্য তার সহপাঠীকে দেন। মন্নুজান হলের সেই আবাসিক ছাত্রী হলে বসে খাতাগুলো দেখছিলেন।

উত্তরপত্রগুলো মূল্যায়ন শুরু হয়েছিল : উদ্ধার উত্তরপত্রগুলো মূল্যায়ন শুরু হওয়ার কথা যুগান্তরের কাছে স্বীকার করেছেন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক তরুণ কুমার সরকার। তিনি বলেন, 'খাতা হাতে নেয়ার পর থেকে পরীক্ষক কর্তৃক ক্রমান্বয়ে নেয়া সব পদক্ষেপ মূল্যায়ন পর্যায়ে পড়ে। মূল্যায়ন হয়নি বলা ভুল হবে।